বিদেশে পাঠ্যবই ছাপালে এনসিটিবি বন্ধের হুশিয়ারি

নিজস্ব প্রতিবেদক
০১ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১২:০০ এএম

সরকারের বিদেশ থেকে বিনামূল্যের পাঠ্যবই ছাপানোর উদ্যোগ নেওয়ার খবরে জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ডের (এনসিটিবি) অভ্যন্তরে তীব্র অসন্তোষ দেখা দিয়েছে। এ ধরনের উদ্যোগ বাস্তবায়িত হলে এনসিটিবি বন্ধের হুশিয়ারি দিয়েছে জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) শ্রমিক উইং। তবে এ বিষয়ে বিভ্রান্ত না হওয়ার জন্য সবার প্রতি আহ্বান জানিয়েছে এনসিটিবি কর্তৃপক্ষ। প্রতিষ্ঠানটি বলেছে, বিনামূল্যের পাঠ্যবই মুদ্রণের জন্য আন্তর্জাতিক দরপত্রের কোনো সিদ্ধান্ত হয়নি। গতকাল দুপুর সাড়ে ১২টার দিকে রাজধানীর মতিঝিলে এনসিটিবি কার্যালয়ের সামনে মানববন্ধনে বক্তব্য দেন এনসিপির শ্রমিক উইংয়ের নেতারা। এ সময় তারা অভিযোগ করেন, সরকারের অভ্যন্তরে একটি প্রভাবশালী মহল পাঠ্যবই ছাপানোর মতো গুরুত্বপূর্ণ কাজ বিদেশের প্রতিষ্ঠানের হাতে তুলে দেওয়ার চেষ্টা করছে। এটি বাস্তবায়িত হলে দেশের প্রকাশনা শিল্প মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হবে এবং শিক্ষাব্যবস্থায় বিদেশি প্রভাব প্রবলভাবে বেড়ে যাবে।

আন্দোলনকারীরা জানিয়েছেন, এনসিটিবির নিজস্ব অবকাঠামো, অভিজ্ঞ জনবল এবং সরকারি ছাপাখানাগুলো দিয়ে প্রতিবছর বিনামূল্যের পাঠ্যবই সফলভাবে প্রকাশ করা সম্ভব হচ্ছে। অথচ বিদেশি প্রতিষ্ঠানকে এই দায়িত্ব দেওয়া হলে স্থানীয় প্রতিষ্ঠানগুলো কাজ হারাবে এবং শিক্ষাক্ষেত্রে এক ধরনের নির্ভরশীলতা তৈরি হবে।

জানা গেছে, ইতোমধ্যে এনসিটিবি কর্মকর্তা-কর্মচারী সমিতির নেতারা স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছেন, পাঠ্যবই মুদ্রণের দায়িত্ব বিদেশি প্রতিষ্ঠানের হাতে গেলে এনসিটিবি কার্যত অচল হয়ে পড়বে। আমরা তা হতে দেব না। প্রয়োজনে বোর্ড বন্ধ করে আন্দোলনে যাব।

অন্যদিকে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের একাধিক সূত্র জানিয়েছে, নির্বাচনী বছরে সময়মতো পাঠ্যবই ছাপানো ও বিতরণের চাপে সরকার কিছু বিকল্প চিন্তা করছে। বিদেশি প্রতিষ্ঠানকে সীমিতভাবে সম্পৃক্ত করার একটি প্রস্তাব আলোচনায় আছে। তবে এটি কার্যকর করার বিষয়ে এখনও কোনো চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত হয়নি।

এ প্রসঙ্গে এনসিটিবির কর্মচারীরা বলছেন, বিদেশি প্রতিষ্ঠানকে পাঠ্যবই মুদ্রণের দায়িত্ব দেওয়া হলে তারা কর্মবিরতিসহ কঠোর কর্মসূচি দিতে বাধ্য হবেন। এতে পাঠ্যবই প্রকাশনায় বিঘ্ন ঘটতে পারে এবং জানুয়ারির শুরুতে শিক্ষার্থীদের হাতে বিনামূল্যের বই পৌঁছানো অনিশ্চিত হয়ে পড়বে।

উল্লেখ্য, প্রতিবছর প্রায় ৩৫ কোটি কপি বিনামূল্যের পাঠ্যবই ছাপানো হয়, যা বিশ্বের সবচেয়ে বড় শিক্ষামূলক প্রকাশনা কার্যক্রমের মধ্যে একটি। এতদিন এনসিটিবির তত্ত্বাবধানে দেশীয় ছাপাখানার মাধ্যমে এই কাজ সম্পন্ন হয়ে আসছে। সাম্প্রতিক বছরগুলোতে কাগজ ও ছাপার মান নিয়ে বিতর্ক থাকলেও বিশেষজ্ঞদের মতে, দেশের অভ্যন্তরীণ সক্ষমতাই এ কাজের জন্য যথেষ্ট।

বিভ্রান্ত না হওয়ার আহ্বান : গতকাল এনসিটিবির সচিব অধ্যাপক মো. সাহতাব উদ্দিন স্বাক্ষরিত এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, সম্প্রতি কিছু প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক গণমাধ্যমে ২০২৬ শিক্ষাবর্ষের মাধ্যমিক স্তরের পাঠ্যবই মুদ্রণে আন্তর্জাতিক দরপত্র আহ্বান করা হচ্ছে বলে খবর প্রচার হয়েছে। কিন্তু প্রচারিত সংবাদটি যথার্থ নয় এবং এর সঙ্গে এনসিটিবির কোনো সিদ্ধান্তের মিল নেই।

তাই এ ধরনের সংবাদে বিভ্রান্ত না হওয়ার জন্য বিশেষভাবে অনুরোধ জানানো হয়েছে।

জানা গেছে, বই মুদ্রণে আন্তর্জাতিক দরপত্রের বিরোধিতা করে গতকাল দুপুর ১২টার দিকে সংস্থাটির কার্যালয়ের সামনে বিক্ষোভ কর্মসূচি পালনের আগে এই বিবৃতি দেয় এনসিটিবি। পরে সাড়ে ১২টার দিকে কার্যালয়ের সামনে মানববন্ধন অনুষ্ঠিত হয়, যাতে বক্তব্য দেন এনসিপির শ্রমিক উইংয়ের নেতারা। এর আগে এই কর্মসূচি ঘিরে এনসিটিবি ভবনের মূল ফটক বন্ধ করে রাখা হয় এবং ভবনের সামনে পুলিশ মোতায়েন ছিল। পরিস্থিতি বিবেচনায় নিরাপত্তা জোরদার করা হয় বলে জানায় আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী।